দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

31

বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন

বেসরকারী শিক্ষক–কর্মচারীদের কাছে খবরটি প্রত্যাশিত এবং স্বস্তির। খবরটি তাদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানান হয়েছে বেসরকারী স্কুল–কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক–কর্মচারীদের সেপ্টেম্বর মাসের বেতন–ভাতার সরকারী অংশ বন্টনের ব্যবস্থা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কয়েক যুগ আগে বেসরকারী শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতনের একটি অংশ সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া শুরু হয়। সে সময় এ অনুদান তিন মাস পর পর পরিশোধ করা হত। কোন সময় এক অনুদান পেতে ছ'মাস কেটে যেত। শিক্ষকদের এই অনুদানের জন্য ঢাকায় দৌড়ঝাপ করতে হত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন এলাকার ব্যাংককে টাকা দেয়ার নির্দেশ দেয়ার নিয়ম হয় এবং চেক পাঠান হয়। আর সিদ্ধান্ত হয় মাসে মাসে এ টাকা পরিশোধের।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এ টাকা দেয়ার কাজটি নিয়মিত করা সম্ভব হয়নি আজো। বহু থানায় এ টাকা দেয়ার জন্য এমন ব্যাংক নির্বাচিত করা হয়েছে– যে ব্যাংকের শাখা ঐ এলাকায় নেই। ফলে উক্ত এলাকার শিক্ষকদের অনুদানের টাকার চেকে থানার নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষর নিয়ে ছুটতে হয় জেলা সদরে ব্যাংকের সন্ধানে। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন সংগ্রহ করতে বাড়তি খরচ হয়। কালক্ষেপণ হয়। গরীব শিক্ষক–কর্মচারীদের ভোগান্তি বাড়ে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত সর্বশেষ খবর সেই স্বাক্ষরই বহন করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের বেতন এতদিনে শিক্ষক–কর্মচারীদের হাতে পৌঁছাবার কথা ছিল। অথচ অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে এ বেতনের চেক হস্তান্তরের খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রে। অর্থাৎ শিক্ষক–কর্মচারীদের হাতে বেতনের টাকা পৌঁছাতে অক্টোবর মাস শেষ হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই একমত হবেন যে এ পরিস্থিতি কাম্য হতে পারে না। সরকারী তহবিল থেকে অর্থ যাবে অথচ সরকার এ সাহায্যের জন্য আদৌ সুনাম না পেয়ে শুধু দুর্নামের ভাগী হবে এ পরিস্থিতির অবসান প্রয়োজন এবং এ পরিস্থিতি পরিবর্তনও খুব একটা দুঃসাধ্য কাজ নয়।